গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.most.gov.bd

নম্বর: ৩৯.০০.০০০০.০১২.২২.০০২.১৮-২৩

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪২৭ / ২০ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (National Science and Technology-NST) ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২০

১.০. ফেলোশিপের নাম: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ।

২.০. ফেলোশিপের উদ্দেশ্যাবলি:

২.১. ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় এবং গবেষণায় উৎসাহ প্রদান;
২.২. যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
২.৩. যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনসমষ্টি তৈরি করা;
২.৪. বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণায় উৎসাহিত করা;
২.৫. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা ;
২.৬. স্থানীয় ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা; এবং
২.৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহারে উদ্‌বুদ্ধ করা।

৩.০. ফেলোশিপ কর্মসুচির ব্যবস্থাপনা :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণভার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ মন্ত্রণালয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ এর পরামর্শক্রমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফেলোশিপ প্রদান ও আর্থিক বিষয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে। ফেলোশিপ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী/গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রেরিত প্রতিবেদন এবং গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনারের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে ফেলোশিপের নবায়ন অথবা অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা অসদাচরণের অভিযোগে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে। তাছাড়া ফেলোদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্ত করেছেন এরূপ ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৪.০ ফেলোশিপ কর্মসূচিতে গবেষণার বিষয়সমূহ:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফেলোশিপ দেয়া হবেঃ

৪.১. ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশবিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তিবিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজী ও লাগসই প্রযুক্তি;
৪.২. জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান;
৪.৩. খাদ্য ও কৃষিবিজ্ঞান।

উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখী ফলিত গবেষণার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। বিভিন্ন সংস্থা জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন এবং সেসব ক্ষেত্রে ফেলোশিপ গ্রহণের জন্য প্রার্থীকে উৎসাহিত করবেন । ফেলোশিপ প্রদানের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ যৌক্তিকভাবে বণ্টন করতে হবে।

৫.০. ফেলোশিপের শ্রেণি ও মাসিক ভাতার হার :

৫.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ: মাসিক-৪,৫০০/- টাকা।

৫.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস): মাসিক-৪,৫০০/- টাকা।

৫.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এমফিল):
৫.৩.১. ১ম বছর: মাসিক-৫,৭০০/- টাকা।
৫.৩.২. ২য় বছর: মাসিক-৮,২৫০/- টাকা।

৫.৪. উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি):
৫.৪.১. ১ম বছর: মাসিক-২৫,০০০/- টাকা।
৫.৪.২. ২য় বছর: মাসিক-২৫,০০০/- টাকা।
৫.৪.৩. ৩য় বছর: মাসিক-২৫,০০০/- টাকা।

৫.৫. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ: মাসিক-৩০,০০০/- টাকা।

৬.০. ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের ফেলোশিপের জন্য সাধারণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলি:

অন্য কোন সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না এরূপ বাংলাদেশি নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লিখিত কোনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির সাধারণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ:

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ইনস্টিটিউট এর অধীনে লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষক এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বৃত্তিমূলক ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অথবা লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বিশেষ স্বোপার্জিত কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩০ বছর।

৬.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস):

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। সাধারণ ফেলোশিপ-১ এর জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় (GPA- ন্যূনতম ৪.৫/প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে CGPA- ন্যূনতম ৩.৪ (স্কেল-৪ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-ন্যূনতম ৪.২৫ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/সমমান হতে হবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২ জুন ২০০৯ খ্রিঃ তারিখের শিম/শা:১১/৫-১(অংশ)/৫৮২ নং প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সনের এসএসসি বা সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে GPA-৪.০ বা তদূর্ধ্বকে বিবেচনা করা হবে।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩০ বছর।

৬.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এমফিল):

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমফিল সমমান শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। সার্বক্ষণিক সাধারণ ফেলোশিপ-২ এর জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় GPA- ন্যূনতম ৪.৫/প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে CGPA- ন্যূনতম ৩.২ (স্কেল-৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA- ন্যূনতম ৪.০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/সমমান হতে হবে।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

৬.৪. ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি):

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। ফেলোশিপের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় GPA- ন্যূনতম ৪.৫/প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে CGPA- ন্যূনতম ৩.২ (স্কেল-৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA- ন্যূনতম ৪.০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/সমমান হতে হবে।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর।

৬.৫. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণারত থাকলে তিনি এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৫২ বছর।

৬.৬. ইতঃপূর্বে ফেলোশিপপ্রাপ্ত হন নাই বা আবেদন করেন নাই এমন এমফিল কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী/গবেষকগণ আবেদন করলে অনুচ্ছেদ-৬.৩ এবং ৯.২ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে দ্বিতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে।

৬.৭. ইতঃপূর্বে ফেলোশিপপ্রাপ্ত হন নাই বা আবেদন করেন নাই এমন পিএইচডি কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী/গবেষকগণ আবেদন করলে অনুচ্ছেদ-৬.৪ এবং ৯.৩ ও ৯.৪ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে দ্বিতীয়/তৃতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে। তবে কোন ছাত্রছাত্রী/গবেষককে দ্বিতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হলে অনুচ্ছেদ-৬.৪ এবং ৯.৪ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে তৃতীয় বছরের জন্য তার ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৭.০. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবী প্রার্থীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলি:

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমফিল/পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত/গবেষণারত সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র সাধারণ ফেলোশিপ-২/ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ/পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। চাকরিজীবী প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও সাধারণ ফেলোশিপ-২ এবং ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তাছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধ্যয়নের অনুমতি/ছুটি/প্রেষণ মঞ্জুর সংক্রান্ত অনুমোদন থাকতে হবে।
বয়স: সাধারণ ফেলোশিপ-২ ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপের জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৪৮ বছর এবং পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর।

৮.০. ফেলোশিপের মেয়াদ:

৮.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর হবে।
৮.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর হবে।
৮.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এমফিল) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর হবে।
৮.৪. ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর হবে।
৮.৫. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সাধারণভাবে ০৬ (ছয়) মাস হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
৮.৬. উক্ত ফেলোশিপসমূহের মেয়াদ কোনক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবে না।

৯.০. ফেলোশিপ নবায়ন:

৯.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস) কোনক্রমেই নবায়ন করা যাবে না।

৯ .২. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাধারণ ফেলোশিপ-২ নবায়ন করা যাবে। ০২ (দুই) বছর মেয়াদি এমফিল/সমমান শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) প্রথম বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের প্রথম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৩. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। প্রথম বছরে পিএইচডি ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের প্রথম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে দ্বিতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৪. দ্বিতীয় বছরে পিএইচডি ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের প্রথম ০২ (দুই) বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশি/বিদেশি পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে তৃতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। যে সকল ফেলো/গবেষক এমফিল লিডিং টু পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত তাদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তানুসারে তৃতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৫. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে দ্বিতীয় ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্রথম ০৬ (ছয়) মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

৯.৬. ফেলোশিপ প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী তার ফেলোশিপ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ প্রাপ্য সময়সীমা পর্যন্ত না পেয়ে থাকলে যদি তার গবেষণা কার্যক্রম চলতে থাকে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ ফেলোশিপ হিসাবে প্রদেয় সর্বোচ্চ সীমা যেটি কম হয়, সে পর্যন্ত তাকে ফেলোশিপ দিতে পারবে।

১০.০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:

১০.১. আবেদন আহ্বান:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যে অর্থবছরে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে তার পূর্বের অর্থবছরেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ০২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করবে।

১০.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম ও সংযুক্তির নমুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে অথবা সরাসরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহ করা যাবে।

১০.৩. আবেদনপত্র গ্রহণ:

বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে আবেদন অনলাইনে/ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১১.০. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

১১.১. সাম্প্রতিক তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
১১.২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত অনুলিপি (সনদ ও মার্কশীট);
১১.৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ;
১১.৪. 'আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক' এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র (প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের পুরো নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে);
১১ .৫. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি (অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে);
১১.৬. 'অন্য কোন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না' মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ঘোষণাপত্র;
১১.৭. সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীগণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা/গবেষণার অনুমতিপত্র/শিক্ষা ছুটি/প্রেষণ মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রের অনুলিপি; এবং
১১.৮. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যুকৃত আমন্ত্রণপত্র (Invitation Letter)।

১২.০. ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

১২.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এমফিল/পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকগণের দ্বিতীয় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি (ii) প্রথম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন (iv) এবং এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকগণ তৃতীয় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি (ii) প্রথম ০২ (দুই) বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা (v) এবং দেশি/বিদেশি পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে (অনলাইন জার্নাল ব্যতীত) এক বা একাধিক প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২.৩. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে দ্বিতীয় ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্রথম ০৬ (ছয়) মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১৩.০. ফেলো নির্বাচন পদ্ধতি:

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখীতার গুরুত্ব এবং মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করা হবে। এ লক্ষ্যে গঠিত নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ফেলো নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করবেন। নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রুপের প্রার্থীদের এসএসসি/এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল এবং মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার এর গুরুত্ব (Weightage) অভিন্ন ও যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করবেন। নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ফেলোশিপ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৪.০. ফেলোশিপ কমিটি:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে:

(১)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক	-	আহ্বায়ক
(২)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক	-	সদস্য
(৩)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক	-	সদস্য
(৪)	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাখা/অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

১৫.০. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা:

১৫.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদন:

প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি কিস্তির বিলের সাথে সংযুক্ত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

১৫.২. সমাপনী প্রতিবেদন:

ফেলোগণ গবেষণা সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপি (Soft Copy) সহ থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis/Dissertation) এর একটি কপি জমা দিবেন। সফট কপি (Soft Copy) সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis/ Dissertation) এর কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১৫.৩. সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা:

ফেলোগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

১৬.০. ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি:

চেক/ইএফটি (ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার) এর মাধ্যমে নির্বাচিত ফেলোগণকে ভাতা প্রদান করা হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ফেলোগণ নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ষান্মাসিক

ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন। প্রতি অর্থবছরে ০২ (দুই) কিস্তিতে বিল দাখিলের ভিত্তিতে ফেলোদের ফেলোশিপ ভাতা চেক/ইএফটি মারফত পরিশোধ করা হবে।

১৭.০. বিবিধ:

১৭.১. অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে যাওয়ায় ফেলোগণ কাজের গতি হারিয়ে ফেলেন বা কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থায় একই প্রতিষ্ঠানকে নতুন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা ফেলোগণ এ ক্ষেত্রে গবেষণার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করতে পারবেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হবে।

১৭.২. কোন কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হতে পারে। এ অবস্থায় ফেলোর প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবেন।

১৭.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে (কোন প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ফেরৎ দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন।

১৭.৪. অসাধারণ গবেষণাকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট ফেলো ও তাঁর তত্ত্বাবধায়ককে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

১৭.৫. মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম প্রদর্শন (Showcasing) এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০/৯/২০২২

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিনিয়র সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়